২১.দরসুল কুরআন (পর্ব-১) বিশ্বমঞ্চে মুসলিমদের সম্মান ও মর্যাদা লাভের চাবিকাঠি

বিশ্বমঞ্চে মুসলিমদের সম্মান ও মর্যাদা লাভের চাবিকাঠি

ইসলাম পূর্বযুগে আরবরা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে মূর্খ ও অসভ্য জাতি। মানবসভ্যতা ও পৃথিবীকে উপহার দেয়ার মত কিছুই তাদের ছিল না। তারা তো তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে শতশত বছর যুদ্ধ করে যেতো। কিন্তু হঠাৎ তাদের মাঝে আবির্ভাব হলো একজন রাসূলের। যিনি কুরআনের জিয়নকাঠিতে বদলে দিলেন বর্বর আরবদের। তার পরশে চরম অজ্ঞরাই হয়ে গেলো মানবসভ্যতার শিক্ষক। তারাই পৃথিবীকে শিক্ষা দিলেন ন্যায়, আদর্শ ও কল্যাণের। মানুষকে মুক্ত করলেন মানুষের গোলামী হতে, অধর্মের জুলুম-অত্যাচার হতে। মাত্র চল্লিশ বছরের মাথায় তৎকালীন সুপার পাওয়ার রোম-পারস্য তাদের নিকট পরাজিত হয়ে নতি স্বীকার করলো।

যেমনিভাবে আরবরা কুরআনের মাধ্যমে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিল, আজও মুসলিমদের সম্মান ও মর্যাদা লাভের একমাত্র মাধ্যম হলো কুরআন। কুরআন অনুযায়ী আমল করেই তারা বিশ্বমঞ্চে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

নতুবা বৈষয়িক উপায়-উপকরণে তো কাফেররা মুসলিমদের চেয়ে শতবছর এগিয়ে গেছে। এমনকি তারা মুসলিম দেশগুলোতেও তাদের মানসপুত্রদের ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়েছে এবং এর মাধ্যমে তারা মুসলিম ভূখণ্ডসমূহের সম্পদ নির্বিঘ্নে ও স্থায়ীভাবে ভোগ করার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। তবে যথাসাধ্য উপকরণ অবলম্বন তো কুরআনেরই নির্দেশ। তাই সেটাও অবশ্য করণীয়। কিন্তু যারা মনে করেন ইসলামের পরিবর্তে কাফেরদের অন্ধ অনুসরণের মাধ্যমেই মুসলিমরা এগিয়ে যেতে পারবে তারা আসলেই বোকার স্বর্গে বসবাস করছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

আমি তোমাদের নিকট একটি প্রেরণ করেছি যাতে তোমাদের জন্য রয়েছে ‘যিকির’ (উপদেশ ও সুখ্যাতি।) -সূরা আম্বিয়া: ১০

আয়াতের তাফসীরে ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, ‘এতে তোমাদের জন্য সুনাম ও সুখ্যাতি রয়েছে।’ আর যাহহাক রহ. ও বলেন, ‘এতে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে।’ বাস্তবে উভয় তাফসীরের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ কুরআন মুসলিমদের জন্য উপদেশনামা। কিন্তু এই উপদেশনামার অনুসরণ যে মুসলিমদের জন্য শুধু

আখেরাতের কল্যাণই বয়ে আনবে তা নয়, বরং দুনিয়াতেও তা মুসলিমদের সম্মান ও মর্যাদার নিশ্চয়তা দিয়ে, শর্ত শুধু একটিই- কুরআন অধ্যয়ন এবং কুরআনের পূর্ণ অনুসরণ।

এধরণের আরেকটি আয়াত হলো,

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ

সোয়াদ, কসম 'যিকর' সম্বলিত কুরআনের। -সূরা সোয়াদ: ১

এ আয়াতটি তখন নাযিল হয় যখন কাফেররা আবু তালেবের নিকট নবীজির নামে অভিযোগ দায়ের করে বলে, সে আমাদের উপাস্যদের গালিগালাজ করে (অর্থাৎ সেসব মূর্তির অসারতা প্রমাণ করে) আমাদের (মূর্তিপূজারী) বাপ-দাদাদের গোমরাহ বলে দাবী করে। তখন আবু তালিব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, ভাতিজা! তুমি তোমার জাতির নিকট কি চাও? নবীজি বলেন, আমি শুধু তাদের নিকট একটি কালিমা চাই যার মাধ্যমে পুরো আরব তাদের নিকট নতি স্বীকার করবে আর অনারবরা তাদেরকে জিজিয়া প্রদান করবে। এ কথা শুনে আবু জাহেল বলে ওঠে, শুধু একটি কালেমার মাধ্যমে (এত কিছু হবে)? নবীজি বললেন, হ্যাঁ, তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে (এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে)। তখন কাফেররা

বলে, ‘সে কি সমস্ত মাবুদকে এক মাবুদ দ্বারা বদলে দিয়েছে? এটা তো বড় আজব কথা!’ (সোয়াদ: ৫) এই প্রেক্ষিতেই উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। -জামে তিরমিযি: ৩২৩২

কুরআনের অনুসরণই যে মুসলিমদের মর্যাদার একমাত্র চাবিকাঠি এ বিষয়টি হাদিসেও সুস্পষ্টরূপে এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، ويضع به آخرين

‘আল্লাহ তায়ালা এ কিতাব (অনুযায়ী আমল করার দ্বারা) অনেক জাতিকে সম্মানিত করবেন আর (তা না মানার) কারণে অনেক জাতিকে লাঞ্ছিত করবেন।’ -সহিহ মুসলিম: ৮১৭

পরিশেষে রাসূলের যবানে ‘মুলহাম’ (ইলহামের অধিকারী) বলে স্বীকৃত উমর রাযি. এর মহান বাণীটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই,

إنا كنا أذلَّ قومٍ، فأعزَّنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله

আমরা ছিলাম (পৃথিবীতে) সবচেয়ে লাঞ্ছিত-অপমানিত। আল্লাহ তায়ালা ইসলামের মাধ্যমেই আমাদের সম্মানিত করেছেন। সুতরাং যদি আমরা ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন মাধ্যমে মর্যাদা অন্বেষণ করতে যাই তাহলে আল্লাহ আবারো আমাদের লাঞ্ছিত করবেন। -মুস্তাদরাকে হাকেম: ২০৭

(যিলালুল কুরআন ও তাফসীরে ইবনে কাসীর অবলম্বনে)

২২.দরসুল কুরআন; রমযান; তাকওয়া অর্জনের প্রশিক্ষণশালা

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ইমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো, গুনাহ হতে বেঁচে থাকতে পারো। সুরা বাকারা, আয়াত, ১৮৩

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন হয়, রোযা রাখার দ্বারা কিভাবে তাকওয়া হাসিল হবে? এর উত্তরে আলেমগণ বলেন, রমযানে রোযাদার হালাল চাহিদা পূরণ করা হতে বিরত থাকার মাধ্যমে হারাম থেকে বেঁচে থাকার যোগ্যতা অর্জন

করে। দেখুন, পানাহার ও স্ত্রী সহবাস তো বৈধ চাহিদা, কিন্তু রোযা রাখলে এগুলো থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে। সুতরাং যে রোযা রেখে বৈধ চাহিদা হতে বিরত থাকতে পারবে, সে কেন অবৈধ চাহিদা ও গুনাহের কাজ হতে বিরত থাকতে পারবে না? হ্যাঁ, তবে যে ব্যক্তি রোযা রেখেও বিভিন্ন গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়, রোযা তার জন্য তাকওয়ার প্রশিক্ষণ কিভাবে হবে? এজন্যই হাদিসে রোযা রেখে ঝগড়া-বিবাদ না করা, গীবত না করা এবং সকল প্রকার গুনাহের কাজ হতে বেঁচে থাকার তাগীদ এসেছে এবং বলা হয়েছে, যারা রোযা রেখে গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় তাদের রোযা দ্বারা উপবাস ব্যতীত কোন ফায়দা নেই।

« الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابَّه أحد أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم».
صحيح البخاري: (1904) صحيح مسلم (1151)

রোযা ঢালস্বরুপ, সুতরাং তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখে তখন যেন সে অশ্লীল কথা না বলে, ঝগড়াঝাটি না করে, যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে ঝগড়া করতে উদ্যত হয় তাহলে সে তাকে বলবে, আমি রোযাদার, (আমি তোমার সাথে ঝগড়া করতে চাই না) -সহিহ বুখারী, ১৯০৪ সহিহ মুসলিম, ১১৫১

হাদিসের ব্যাখায় হাফেয ইবনে হাযার রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৮৫২ হি.) বলেন,

جنة وحصن » :ولأحمد من طريق أبي يونس عن أبي هريرة حصين من النار». وله من حديث أبي عبيدة ابن الجراح: «الصيام جنة ما لم يخرقها» زاد الدارمي «يعني بالغيبة» وبذلك وقال القرطبي: جنة أي سترة، ...ترجم له هو وأبو داود، يعني بحسب مشروعيته، فينبغي للصائم أن يصونه مما يفسده وينقص ثوابه، وإليه الإشارة بقوله: «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث» الخ، ويصح أن يراد أنه ستره بحسب فائدته وهو إضعاف شهوات النفس، وإليه الإشارة بقوله: «يدع شهوته ستره من الآثام أو من :الخ»... وقال عياض في الإكمال: معناه النار أو من جميع ذلك، وبالأخير جزم النووي. (فتح الباري: 4/104 ط. دار الفكر)

... মুসনাদে আহমদে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহর সূত্রে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রোযা ঢালস্বরুপ, যতক্ষন পর্যান্ত তাকে (গীবতের মাধ্যমে) ছিদ্র করা না হয়। ... রোযাকে ঢাল বলা হয়েছে, রোযার ফায়দার দিকে লক্ষ্য করে, কেননা রোযার দ্বারা (গুনাহের প্রতি) অন্তরের শাহওয়াত কমে যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, ‘রোযাদার আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের শাহওয়াত ছেড়ে দেয়’ এ কথায় এ দিকেই ইশারা করা হয়েছে। -ফাতহুল বারী, ৪/১০৪

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». صحيح البخاري: (1903)
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع».

আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি রোযা রেখেও মিথ্যা কথা বললো, গুনাহে লিপ্ত হলো, তার পানাহার পরিত্যাগ করাতে আল্লাহর কোন গরজ নেই। সহিহ বুখারী, ১৯০৩
অন্য বর্ণণায় এসেছে, কোন কোন রোযাদার উপবাস ব্যতীত তার রোযা দ্বারা কিছুই অর্জন করতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৬৯০

عن إبراهيم، قال: كانوا يقولون: «الكذب يفطر الصائم».
(مصنف ابن أبي شيبة: 8981)
عن كعب وأبي العالية، قالا: «الصائم في عبادة ما لم يغتب».
(مصنف ابن أبي شيبة: 8982 ومصنف عبد الرزاق: 7896)

ইবরাহীম নাখায়ী বলেন, সালাফ বলতেন, মিথ্যা কথার দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যায়। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ৮৯৮১

তাবেয়ী কাবে আহবার ও আবুল আলিয়া বলেন, রোযাদার যতক্ষণ পর্যন্ত গীবত না করে ততক্ষণ সে ইবাদতে থাকে। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ৮৯৮২ মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, ৭৮৯৬

বস্তুত, রমযানে একদিকে শয়তান বন্দী, অপরদিকে রোযার কারণে নফসও দূর্বল হয়ে যায়, তাই এ মাসে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য মাসের সহজ, তাই এ মাস তাকওয়ার প্রশিক্ষণের এক সূবর্ণ সুযোগ। যদি এ মাসে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমরা সচেষ্ট হই তাহলে ইনশাআল্লাহ এর দ্বারা আমাদের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার অভ্যাস গড়ে উঠবে এবং ধীরে ধীরে আমরা সকল গুনাহ বর্জন করতে পারবো। তাই প্রত্যেকেরই মুহাসাবা করা উচিত, রোযা অবস্থায় আমার দ্বারা কোন গুনাহ হচ্ছে কি না? এমন যেন না হয় যে, আমরা হালাল খাবার হতে তো বিরত থাকলাম, কিন্তু হারাম সম্পদ উপার্জন করলাম, স্ত্রীসহবাস হতে বিরত থাকলাম কিন্তু চোখের খেয়ানত বা অন্য কোন হারাম পন্থায় যৌন চাহিদা মিটালাম। যদিও অধিকাংশ আলেমদের মতানুযায়ী গুনাহের দ্বারা রোযা ভাঙ্গে না, কিন্তু এর দ্বারা রোযা ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং রোযার সওয়াব কমে যায়, বরং রোযার উদ্দেশ্য অর্থাৎ তাকওয়া অর্জনই ব্যাহত হয়। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন। আমিন।

২৩.দরসুল কুরআন; রমযানে বেশি বেশি ইবাদতের মাধ্যমে জিহাদের ইমানের প্রস্তুতি গ্রহণ করি।

আসুন, রমযানে বেশি বেশি ইবাদতের মাধ্যমে জিহাদের ইমানী প্রস্তুতি গ্রহণ করি।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

উপরোক্ত আয়াতসমূহে প্রথমে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, ‘আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের থেকে তাদের জানমাল কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে, তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে, মারবে ও মরবে, তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে (তাদের সাথে এই) অঙ্গীকার করা হয়েছে’। ... এরপর আল্লাহ তায়ালা মুজাহিদদের কিছু গুণাবলী উল্লেখ করেছেন যে, ‘তারা তাওবাকারী, ইবাদতগুজার, (আল্লাহ তায়ালার) প্রশংসাকারী, (জিহাদ, ইলম অর্জন ইত্যাদি দ্বীনি কাজে) সফরকারী, রুকু ও সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশকারী, অসৎকাজ হতে নিষেধকারী, আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ পালনকারী। আপনি (এমন) মুমিনদের (দুনিয়াতে বিজয় ও

আখেরাতে সওয়াবের) সুসংবাদ দেন'। (সুরা তাওবা, আয়াত, ১১১-১১২)

আয়াত থেকে আমরা বিজয়ের সুসংবাদপ্রাপ্ত মুজাহিদদের কিছু গুনাবলী জানতে পারলাম, যার মধ্যে কয়েকটি গুণ হলো,
১. الْعَابِدُونَ ইবাদতগুজার, অর্থাৎ মুজাহিদগণ বেশি বেশি ইবাদত করবেন।

২. الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ রুকু ও সিজদাকারী, অর্থাৎ মুজাহিদগণ সর্বোত্তম ইবাদত নামাযের প্রতি যত্নবান হবেন, ওয়াক্ত মত জামাতের সাথে নামায পড়বেন, বেশি বেশি নফল নামায পড়বেন এবং কিয়ামুল লাইলে অভ্যস্ত হবেন।

৩. الْحَامِدُونَ আল্লাহ তায়ালা প্রশংসাকারী, অর্থাৎ তারা তাসবীহ-তাহমিদের মাধ্যমে বেশি বেশি আল্লাহ তায়ালার যিকির করবেন, আর সর্বোত্তম যিকির তো কুরআন তেলাওয়াত।

সুতরাং রমযান মাসে এ গুণাবলী অর্জন করার জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত, শাইখ আব্দুল কাদের العمدة في إعداد العدة কিতাবে ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহর উদ্ধৃতি

দিয়ে বলেছেন, ‘মুমিনরা যে কখনো কখনো যুদ্ধে পরাজিত হয় এর কারণ হলো তারা যুদ্ধের শর্ত ইমানী বা আসকারী অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বা সামরিক প্রস্তুতিতে ত্রুটি করেছে, যদি এর কোন একটিতে ত্রুটি না হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা অনুযায়ী মুমিনরা কখনোই পরাজিত হবে না’। আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন হও (এবং ইমানের তাকাযা অনুযায়ী সামরিক ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি পূর্ণরূপে গ্রহণ করো)। -সুরা আলে ইমরান, আয়াত, ১৩৯

উহুদ যুদ্ধে গুনাহের কারণেই মুমিনদের পরাজয় হয়েছিলো, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا

দুই বাহিনী সম্মুখীন হবার দিন যারা পলায়ন করেছে, শয়তান তাদেরকে তাদের কিছু গুনাহের কারণেই পদস্খলিত করেছে। -সুরা আলে ইমরান, আয়াত, ১৫৫।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ

যখন তোমাদের উপর এমন আঘাত আসলো যার দ্বিগুন আঘাত তোমরা করেছিলে, তখন তোমরা বলে উঠলে, এটা কেন হলো? (অর্থাৎ আল্লাহ তো আমাদের বিজয়ের ওয়াদা করেছেন, তাহলে আমরা কেন পরাজিত হলাম?) হে রাসূল আপনি বলুন, এটা তোমাদের নিজেদের কৃতকর্মের কারণে। (অর্থাৎ তোমরা রাসূলের আদেশ অমান্য করে যে অন্যায় করেছো, এর কারণেই তোমরা পরাজিত হয়েছো, নতুবা প্রথম অবস্থায় তো আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করেছিলেন এবং তোমাদের বিজয় দান করেছিলেন, যেমনটা আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেছেন, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছেন, যখন তোমরা কাফেরদের হত্যা করছিলে, অতপর যখন তোমরা মতভেদ করে দূর্বল হয়ে পড়লে এবং (রাসূলের আদেশ অমান্য করে) গুনাহে লিপ্ত হলে (তখন যুদ্ধের ঘুটি পাল্টে গেল)

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য শায়েখ আব্দুল কাদের রচিত আলউমদাহ গ্রন্থের الأصول الخمسة لتحقق سنة النصر أو تخلفها এই অধ্যায়টি (পৃ: ২১৫-২৩৬ পৃষ্ঠা) দেখতে পারেন। এখানে শায়েখ ইমানী প্রস্তুতির গুরুত্বের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে খুবই সুন্দর আলোচনা করেছেন।

অধিকন্তু জিহাদের মতো একটি কষ্টকর ইবাদত পালন করার জন্য যথেষ্ট আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন। আর এই আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন হয় বেশি বেশি ইবাদত, বিশেষকরে দীর্ঘ কিয়ামুল লাইলের মাধ্যমে। শায়েখ আবু মুহাম্মদ আলমাকদিসী বলেন,

ولن يستطيع العبد مواجهة الشرك وأهله ولن يقوى على التبرؤ منهم وإظهار العداوة لباطلهم إلا بعبادة الله حق عبادته، ولقد أمر الله عز وجل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن وقيام الليل في مكة وأعلمه بأن ذلك هو الزاد الذي يعينه على تحمل أعباء الدعوة الثقيلة وذلك قبل قوله: {إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً} [المزمل: 5]، فقال: { يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً} [المزمل: 1 - 4]، فقام صلوات الله وسلامه عليه وقام معه أصحابه حتى تفطرت أقدامهم .. إلى أن أنزل سبحانه التخفيف في آخر الآيات.

وإن هذا القيام بتلاوة آيات الله عز وجل وتدبر كلامه .. لخير زاد ومعين للداعي، يثبته ويعينه على مشاق الدعوة وعقباتها

..

বান্দা কখনোই শিরক ও মুশরিকদের মোকাবেলা করতে পারবে না, এবং তাদের থেকে বারাআত করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত যথাযথভাবে করবে,

আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কায় তাহাজ্জুদে কুরআন তেলাওয়াতের আদেশ দিয়েছিলেন, এবং তাকে জানিয়েছিলেন যে, এই ইবাদত দাওয়াতের গুরুদ্বায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তার জন্য সহায়ক হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ওহে চাদর আবৃত (রাসূল) আপনি রাতের কিছু অংশ ব্যতীত (পুরো সময়) ইবাদত করুন। অর্ধ রাত কিংবা তার চেয়ে কিছু কম বা বেশি (সময় ইবাদত করুন) (এরপর আল্লাহ তায়ালা এই আদেশের কারণস্বরুপ বলেন) নিশ্চয়ই আমি আপনার উপর এক ভারী কথা (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করবো। সুরা মুযযাম্মিল, আয়াত, ১-৫
তাহাজ্জুদে কুরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহর আয়াত নিয়ে তাদাব্বুর করা হলো দায়ীদের জন্য সর্বোত্তম পাথেয় যা তাদেরকে দাওয়াতের পথে অবিচল রাখবে এবং দাওয়াতের কষ্টক্লেশ ও প্রতিবন্ধকতা পাড়ি দিতে তাদের সহায়ক হবে।
-মিল্লাতু ইবরাহীম, পৃ: ১৫

মুহাম্মদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ (মৃ: হি.) ও مفاهيم ينبغي أن تصحح কিতাবে দ্বীন কায়েমের পথে পাথেয় হিসেবে ইবাদতের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের আলোচনা করেছেন। (পৃ: ২১৪-২১৫) তাই আমাদের জন্য ইবাদতের মৌসুম এই রমযানে বেশি বেশি ইবাদত করে জিহাদের

জন্য ইমানী প্রস্তুতি গ্রহণ করা আবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন।